১৯-০২-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এক ঈশ্বরের মতই হলো শ্রেষ্ঠ মত, যে মতে চললে তোমরা প্রকৃত সোনা হতে পারবে, বাকি সমস্ত মত অসত্য বানায়"

প্রশ্ন :- কোন্ পার্ট এক জ্ঞানের সাগর বাবার মধ্যে ভরা আছে যা অন্য কোনো মনুষ্য আত্মার মধ্যে নেই ?

উত্তর :- বাবা বলেন - আমি আত্মার মধ্যে ভক্তদের দেখভাল করার, সবাইকে সুখ দেওয়ার পার্ট আছে । আমি জ্ঞানের সাগর বাবা সমস্ত বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞানের বর্ষণ করাই, যে জ্ঞান রত্নের কেউই মূল্যায়ন করতে পারে না । আমি হলাম উদ্ধারকর্তা, আমি রুহানী পান্ডা হয়ে তোমাদের আত্মাদের শান্তিধামে নিয়ে যাই । এই সমস্তকিছুই হলো আমার পার্ট । আমি কাউকেই দুঃখ দিই না । তাই সকলেই আমাকে নয়নে বসিয়ে রাখে । শত্রু রাবণ দুঃখ দেয়, তাই সকলে তার কুশপুত্তলিকা জ্বালায় ।

গীত --- যে পিয়ার সাথে আছে .....

ওম্ শান্তি । বাবা তো বাচ্চাদের ওম্ শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন । ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা । ব্যস, অর্থই এতো ছোটো । এমন নয় যে আমিই ভগবান । যথার্থ আর অযথার্থ, সত্য আর অসত্য । সত্য হলো একমাত্র বাবা । বাকি এই সময় হলো অসত্যতার রাজ্য । রামরাজ্যকেই সত্যতার রাজ্য বলা হবে । রাবণ রাজ্যকে অসত্যতার রাজ্য বলা হবে । ওরা অযথার্থ কথা শোনায় । বাবাই হলেন সত্য, তিনি সমস্ত সত্য কথা শুনিয়ে প্রকৃত সোনা বানিয়ে দেন । এরপর মায়া অসত্য বানায় । মায়ার প্রবেশের কারণে মানুষ যা কিছুই বলবে, অসত্যই বলবে, যাকে আসুরী মত বলা হয় । বাবার হলো ঈশ্বরীয় মত । আসুরী মতের লোকেরা মিথ্যা কথাই বলবে । এই দুনিয়ায় অনেক প্রকারের আসুরী মত আছে । গুরুও অনেক আছে । তাদের "শ্রীমত" বলা হবে না । এক ঈশ্বরের মতকেই শ্রীমত বলা হয় । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, আমরা ঈশ্বরের মতে চলে শ্রেষ্ঠ তৈরী হচ্ছি । সবথেকে শ্রেষ্ঠ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । যিনি থাকেন উঁচুর থেকেও উঁচু স্থানে । সমস্ত ভক্তরা তাঁকেই স্মরণ করে । ভক্তরা শ্রীমতকে স্মরণ করে তাহলে অবশ্যই তারা আসুরী মতে চলতো । এখন তোমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হচ্ছো, তাই এখানে ভগবান বলে আলাদা করে স্মরণ করার দরকার নেই । দেবী - দেবতাদের কোনো দুঃখ থাকে না যাতে তাঁদের স্মরণ করতে হয় । ভক্তদের তো অপার দুঃখ । এখন তো অনেক দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ার বাকি আছে । মহাভারী লড়াই, এই দুঃখের পাহাড় হলো - মানুষের জন্য । বাচ্চারা, তোমাদের জন্য হলো সুখের পাহাড় । দুঃখের পরে সুখ তো অবশ্যই আসতে হবে । এই বিনাশের পরে আবার তোমাদেরই রাজ্য হবে । অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে যায় আর যেই ধর্ম এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে, তার স্থাপনা হয় । এই মহাভারী লড়াইয়ের দ্বারাই স্বর্গের গেট খুলে যায় । এই গেট দিয়ে কারা যাবে ? যারা রাজযোগ শিখছে । এই রাজযোগ শেখান শিববাবা । যারা পিয়ার সাথে আছে তাদের কাছে এই জ্ঞান হলো বর্ষণ । পিয়া বাবাকে বলা হয় । ওই বর্ষণ তো জলের সাগর থেকে হয়ে থাকে । এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের বর্ষণ । তোমাদের বুদ্ধি রুপী ঝুলিতে এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ধারণা হয় । শিক্ষা তো বুদ্ধিতেই ধারণ করা হয়, তাই না ? আত্মা হলো মন - বুদ্ধির অধিকারী তাই আত্মাই এই জ্ঞান গ্রহণ বা ধারণ করে । আত্মার যেমন এই শরীর তেমনই মন -

বুদ্ধিও আত্মার । বুদ্ধির দ্বারাই আত্মা গ্রহণ করে । গ্রহণ তখনই হয় যখন সম্পূর্ণ যোগ থাকে । বাবা বসে এই সহজ কথা বুঝিয়ে বলেন । মানুষ তো অনেক শক্ত কথা বলে দিয়েছে । শাস্ত্রেও অনেক মত আছে । গীতার অনেক প্রচার । অধ্যায়গুলির অনেক অর্থ করা হয় । কতো অনেক গীতা বানিয়ে দিয়েছে, আর কোনো শাস্ত্র নেই যার জন্য বলা হবে অমুকের বেদ, অমুকের শাস্ত্র । গীতার জন্য বলা হয় -- গান্ধী গীতা, টেগোর গীতা, জ্ঞানেশ্বর গীতা, অষ্টবক্র গীতা .....এমনভাবে গীতার অনেক নাম রেখে দেওয়া হয়েছে, আর বেদ শাস্ত্রের এতো নাম কখনো শুনবে না । কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না । এই জ্ঞানই প্রায় লোপ হয়ে যায় । এখন দৈব সার্বভৌম রাজত্ব কোথা থেকে পাওয়া যাবে ? অবশ্যই যিনি সত্যযুগের স্থাপনা করবেন, তিনিই দেবেন । এখন বাবা এসেছেন তোমাদের স্বর্গের রাজত্ব দিতে । তাও ২১ জন্মের জন্য । গায়নও আছে, কুমারীরাই ২১ কুলের উদ্ধার করে । এখন সেই কুমারী কারা ? তোমরা সবাই কুমার - কুমারী । তোমরা যে কেউই ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করাতে পারো । শ্রীমতের দ্বারা অথবা বাবার মতের দ্বারা । পাঠশালায় যারা পড়ে তারা জানে যে আমরা স্টুডেন্ট । আর সত্যযুগে নিজেদের স্টুডেন্ট মনে করবে না । স্টুডেন্টদের এম অবজেক্ট বুদ্ধিতে থাকে । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট । ভগবান উবাচঃ -- আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, মানুষ থেকে দেবতা বানাই । একসময় দেবতাদের রাজধানী ছিলো । যথা রাজা - রাণী দেবী দেবতা, তথা প্রজাও তাই ..... তোমরা নর থেকে নারায়ণ হও । এই এম অবজেক্টই হলো মুখ্য । এমন নয় যে তিনি রাজা রাম বা রাণী সীতা বানাবেন । এ হলোই রাজযোগ । তিনি রাজার রাজা বানাবেন । কল্প কল্প আমি আসি তোমাদের হারিয়ে যাওয়া রাজ্য ফেরত দিতে । তোমাদের রাজ্য কোনো মানুষ হরণ করে নেয় নি । মায়া তা ছিনিয়ে নিয়েছে । এখন তোমাদের এই মায়াকেই জয় করতে হবে । ওই লড়াই হয় রাজাদের মধ্যে । একজন আর একজনের উপর জয়লাভ করার জন্য লড়তে থাকে । এখন তো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব হয়ে গেছে । হদের রাজাদের অনেক লড়াই লেগেছে । তাতে হদের রাজত্ব পাওয়া যায় । আর এই যোগবলে তোমরা বিশ্বের রাজধানী স্থাপন করো, একে অহিংসক লড়াই বলা হয় । এখানে লড়াই অথবা নিজে মরা বা মারার কোনো কথা নেই । এ হলো যোগবল । এ কতো সহজ । বাবার সাথে যোগ লাগালে আমরা বিকর্মজিত হতে পারি । তখন মায়ার কোনো আঘাত আসবে না । হাতিমতাইয়ের খেলা দেখানো হয়, মুখে গোলা ভরে দেয় আর মায়া অদৃশ্য হয়ে যায় । গোলা বের করা হলেই মায়া এসে যায় । আল্লাহ অবলদিনেরও নাটক আছে ।

কিছুর ওপর টোকা মারলেই স্বর্গ বেড়িয়ে আসে । সে হলো বহিস্ত বা স্বর্গ । তো বাবা বসে সেই স্বর্গের স্থাপনা করেন ব্রহ্মার দ্বারা । পরমপিতা পরমাত্মা থোড়াই নরকের স্থাপনা করবেন । এমন হলে তাঁর কুশপুত্তলিকা বানানো হত । এই কুশপুত্তলিকা তো রাবণের বানানো হয়, কেননা রাবণই সকলের শত্রু । বাবা, যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন তাঁকে তো নয়নে বসিয়ে রাখা হয় । বাবা বলেন, আমাকে ভক্তরা স্মরণ করে যে, এসে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো, তাই আমি এসে উদ্ধার করি । বাবা হলেন উদ্ধারকর্তা আবার রুহানী পান্ডাও । তোমাদের নিয়ে যায় তাঁর শান্তিধামে । যে পিয়ার সঙ্গে থাকে তার জন্য অবিনাশী জ্ঞান রত্নের বর্ষণ হয়, যেই জ্ঞান রত্নের কোনো মূল্যায়ন করা যায় না । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাহলে অবশ্যই আত্মার মধ্যেও পার্ট ভরা আছে । পরমপিতা পরমাত্মা নিজেও বলেন, আমার যে আত্মা, যাঁকে তোমরা পরমাত্মা বলো, সেই আমার মধ্যেও পার্ট ভরা আছে । ভক্তের দেখভাল করা, সবাইকে সুখ দেওয়া । মায়া তো দুঃখ দেয় । ভক্তদের অল্পকালের সুখ দেওয়ার পার্টও আমার । আমিই সাক্ষাৎকার করাই আর দিব্য বুদ্ধির দান দিই । যাকে জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন বলা হয় । যার দ্বারা তোমাদের বুদ্ধির গোডরেজ তালা খুলে যায় । আমারও পার্ট আছে, তাই যারা বাবার সাথে থাকবে, তাদের জন্যই জ্ঞানের এই বর্ষণ । এখন এতো সব বাচ্চারা কিভাবে একসাথে

থাকতে পারে । তোমরা যদি বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে তো বাবার সঙ্গেই আছো । কেউ লন্ডন বা কেউ যেখানেরই হোক না কেন, কিন্তু সাথে কোথায় ? তাদের কাছেও মুরলী যায় । যারা বুদ্ধিমান, সমঝদার হয়, তারা যদি এক সপ্তাহও খুব ভালোকরে বোঝে তাহলে তাদের আমি স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে দিই । ৮৪ জন্মের স্বদর্শন চক্রের রহস্য এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পেরেছো । যেই স্বদর্শন চক্র ঘোরালে তোমরা মায়া রাবণের শির কেটে দাও, অর্থাৎ তার উপর জয়লাভ করো । বাকি শির কাটার কোনো কথাই নেই । ওরা হিংসক অস্ত্র – শস্ত্র দেখিয়ে দিয়েছে । বাস্তবে শঙ্খ হলো মুখ । চক্র ঘোরানো হলো বুদ্ধির কাজ । তাই এই অলংকার ভক্তিমার্গে অনেক দিয়ে দিয়েছে । শাস্ত্র ইত্যাদি যা ভক্তিমার্গে চলে এসেছে, ড্রামা অনুসারে তা আবার আসবে । হতে পারে, এই প্রকৃত গীতাও কারোর না কারোর হাতে এসে যাবে, তখন এর থেকেও কিছু দিয়ে দেবে । বাকি সেগুলোই আসবে । কোনো কোনো অক্ষর ওখানে এখান থেকে এসেছে । ভগবান উবাচঃ হলো সঠিক শব্দ । রাজযোগও ঠিক । বাবা বলেন এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই শরীর সমেত সবকিছুই ভুলে যেতে হবে, এর পরিবর্তে তোমরা পবিত্র শরীর পাবে । আত্মাও পবিত্র হয়ে যাবে । তোমাদের কাছে তখন অথৈ ধন থাকবে । তোমাদের অনেক লোভ আছে কিন্তু একে শুদ্ধ বলা হয়, এতে সম্পূর্ণ ভারত শুদ্ধ হয় । ভারতবাসী রামরাজ্য চায়, এক গভর্মেন্ট, এক জাতি, এক মত, অদ্বৈত মত যেন হয় । অদ্বৈতের অর্থ হলো দেবতা । এখানে হলো আসুরী মত । শ্রীমত ছাড়া সবই আসুরী মত । যেই কারণে একে অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । ঈশ্বরের সন্তান না হওয়ার কারণে নির্ধনের হয়ে রয়েছে । সত্যযুগে দেবতারা ধনী । সেখানে পশুরাও কখনো লড়াই করে না । এখানে তো সবাই লড়াই ঝগড়া করে । সত্যযুগে সকলেরই বেহদের সুখ ।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার থেকে ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার নিচ্ছি । ঈশ্বর তো আমাদের সামনেই আছেন । তিনি বলেন আমি কল্পে কল্পে আসি ---- স্বর্গ স্থাপন করতে । বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য এই আশ্চর্যজনক উপহার নিয়ে আসি । বাবা বলেন, আমার অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে এসে মিলিত হও । এমন আর কেউই বলে না । যতই তাঁরা নিজেদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শঙ্কর বলুক । এমন কথা কেউই বলতে পারবে না । এ কেউই কপি করতে পারবে না । বাবা বলেন, আমার অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে আবার এসে মিলিত হয়েছো । কেবল তোমরাই । অনেক বাচ্চারাই মিলিত হতে থাকবে । রাজধানী স্থাপন করাতে তো অনেক পরিশ্রম লাগে । রাজা, রাণী এক, তারপর অনেক বাচ্চা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । ভারতে তো কতো প্রিন্স প্রিন্সেস হবে । মনে করো তা লাখ দু লাখ হবে আর প্রজা হবে ৪০ – ৫০ কোটি । তাহলে লক্ষ্য তো অনেক বড় । এ হলো বাবার কলেজ । তাহলে কতো ভালোভাবে পুরুষার্থ করা উচিত । বাবা তো বলবেন, রাজার রাজা হও, নাকি প্রজা হবে । তারাই হবে যারা আগের কল্পে হয়েছিলো । আমি সাক্ষী হয়ে দেখবো, কে কি প্রকারের আশীর্বাদী বর্সা নেয় । কেউ তো একেবারেই ধরে নেয় । বাবা হলেন অতি প্রিয় । চুম্বকের আকর্ষণে সূঁচ চলে আসে । কারোর মধ্যে জং বেশী থাকে, কারোর আবার কম । কাছাকাছি যারা, তারা তো সামনে এসেই মিলবে, স্বচ্ছ সূঁচ ঝট করে আকর্ষণ হবে । বাবা জং দূর করে এমন চমক এনে দেয় যে তোমরা বাচ্চারা ওখানে সাথেই থাকবে । তোমাদের তো রুদ্র মালায় গ্রথিত হতে হবে । গায়নও আছে কিন্তু মানুষ জানে না যে এই মালা কাদের দ্বারা গাঁথা হয়েছে । বাবা বলেন, যারা আমার মালায় থাকবে তারা স্বর্গের মালিক হতে পারবে । ভক্ত মালাও তোমরা বুঝে গেছো । সে হলো রাবণের মালা । প্রথমে রাবণের মালাতে কারা আসে,

কারা পূজ্য থেকে পূজারী হয় ? তোমরাই পূজ্য দেবতা, তারপর পূজারী হও । এ হলো কতো গুহ্য বোঝার কথা ।

তোমরা হলে লোক হিতৈষী বা মানব প্রেমী । তোমরা দেহ সমেত সবকিছুই বাবার কাছে বলি দাও । সন্ন্যাসীরা লোক হিতৈষী হয় না । তারা তো বাড়ি - ঘর ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায় । তোমরা সবকিছুই ঈশ্বরকে অর্পণ করো । তোমাদের সমস্ত কিছুই গড - ফাদারের জন্য । তখন বাবা বলেন, আমার সবকিছুই বাচ্চাদের জন্য । মানুষ যখন মারা যায় তখন সমস্তকিছু বিশেষ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেওয়া হয় । বাবা বলেন আমিও তেমন বিশেষ ব্রাহ্মণ পুরোহিত । তোমাদের কাছে পুরানো যত তুচ্ছ জিনিস আছে, তোমরা সবই দান করে দাও । বাবার কাছে বলিহারি যাও । তবুও তো তোমাদের কামনা আসে । বাবা তো বাড়ি বা মহল কিছুই নিজের জন্য বানান না । শিববাবা হলেন দাতা । তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গের রাজত্ব তোমাদের দিয়ে দেন, তাই তাঁকে সওদাগরও বলা হয় । এ কতো মিষ্টি মিষ্টি কথা । পরীক্ষা শেষ হয়ে আসছে । বাবা, শেষ পরীক্ষা কখন সম্পূর্ণ হবে ? বাবা বলেন -- তোমরা যখন মৃত্যুর কাছাকাছি আসবে, তোমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখনই বিনাশ আরম্ভ হবে । এরপর তোমাদের সোনার চামচ নিয়ে জন্ম হবে । তোমরা জন্ম নেবে আর এই সোনার চামচ পাবে । এখানে তো ৩০ - ৪০ বছর পড়াশোনা করে, তো এখানেও এর ফল পাওয়া যায় । তোমাদের তো সবকিছুই ভবিষ্যতের জন্য । ভবিষ্যৎ জন্ম যখন তোমরা পাবে, তখন তোমরা রাজকুমার হতে পারবে । তাই পরীক্ষা তখনই শেষ হবে যখন বিনাশ শুরু হবে । একদিকে পড়া সম্পূর্ণ হবে অন্যদিকে বিনাশ শুরু হবে । বাকি রিহার্সাল তো হতেই থাকবে । তোমরা এই পড়ার ফল নতুন দুনিয়ায় পাবে । সেখানে আত্মা, শরীর এবং রাজত্ব সবই নতুন হয় । এ খুবই গুহ্য ধারণার বিষয় । এই পড়া কখনোই ছাড়া উচিত নয় । বাবা তোমাদের বসে বোঝান, এ তো খুবই আশ্চর্যের কথা । দেরীতে যারা আসে তারাও চট্ করে যোগ আর জ্ঞানে লেগে যায়, তাহলে তারাও উঁচু পদ পেতে পারে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীর আর আত্মা দুইই পবিত্র করার জন্য এই পুরানো শরীর সমেত সবকিছুই ভুলে যেতে হবে । দেহ সহিত বাবার প্রতি সমস্ত কিছু বলি দিয়ে মহাদানী হতে হবে ।

২) বাবার শ্রীমতে চলে বেহদের সুখ নিতে হবে । এই শুদ্ধ লোভ রাখতে হবে যাতে সম্পূর্ণ বিশ্ব সুখী হতে পারে । বাকি অশুদ্ধ লোভ ত্যাগ করতে হবে ।

বরদান : - মহাবীর হয়ে প্রতিটি সঙ্কল্পকে স্বরূপে এনে সদা বিজয়ী, সফলতামূর্ত ভব

যে বিশেষ স্বরূপই নাও তাতে দৃঢ় হও, সঙ্কল্প করেই তার স্বরূপ হয়ে যাও, তাহলে বিজয়ের ঝাণ্ডা উড়তে থাকবে । এমন ভেবো না যে, দেখবো বা করবো ----- করবো বলতে থাকলে দুর্বল হতে থাকবে । এমন দুর্বল সঙ্কল্প করা অর্থাৎ মায়ার কাছে হেরে যাওয়া । সদা এই অমর, অবিনাশী সঙ্কল্প

করো যে, আমরা সদাকালের বিজয়ী, মহাবীর, সদা এগিয়ে যাবো, বিজয়ী হবো । তখন এই সংকল্পেই সফলতামূর্ত হতে পারবে ।

স্লোগান :- চেহারায় খুশীর ঝলক থাকলে তা বোর্ডের কাজ করবে ।